প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০২	০২	-	-	-	০১	০০.০ % - ৬০%	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ২টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ)প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

(চ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;

(ছ) জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণ কী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি,টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;

(চ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(ছ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(জ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পের যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়;

(ঝ) প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
৩.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.৩ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
৩.৪ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	৩.৪.১ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ৩.৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.৬ প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত	৩.৬ বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
৩.৭ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত	৩.৭.১ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৩.৭.২ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
	বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৩.৮ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৩.৮ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
৩.৯ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৩.৯ প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
৩.১০ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব	৩.১০ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

০১. প্রকল্পের নাম : ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত)।

০২. প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ৬৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)।

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)।

০৪. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮৪৮.০০	৪৮৪৭.১১	৪৭৭৩.৬৪	০১ জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১০	০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০২০	-৭৩.৪৭ (৯৮.৪৮%)	৩ বছর (৬০%)

০৬। প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭। প্রকল্পের উদ্যেশ্য: দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের (টিটিসি) এবং বাংলাদেশ উন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর এবং তাদের ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করাই হল এ প্রকল্পের উদ্দ্যশ্য।

০৮। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ৬৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) তে অধ্যায়নরত ৮৯৭৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বৃত্তি প্রদান।

০৯। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরুপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
০১	**০২**	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১	সার্ভিস স্ট্যাম্প/ডাক	গুচ্ছ	০.১০		০.১০	
২	টেলিফোন/ইন্টারনেট	গুচ্ছ	০.৬৫		০.৬৫	
৩	স্টেশনারি/স্ট্যাম্প ও সীল	গুচ্ছ	৪.৩৪		৪.৩৪	
৪	আপ্যায়ন ব্যয়	গুচ্ছ	০.৩২		০.৩২	

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
০১	**০২**	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
৫	সম্মানী ভাতা	গুচ্ছ	০.৯৮		০.৪২	
৬	কম্পিউটার সমগ্রী	গুচ্ছ	৪.৩০		৪.২৯	
৭	অন্যান্য	গুচ্ছ	৬.৫০		৬.৫০	
৮	স্ট্যাম্প/বন্ড মুদ্রণ অন্যান্য মনিহারি	গুচ্ছ	০.২৫		০.২৪	
৯	মেরামত ও সংরক্ষণ/কম্পিউটার	গুচ্ছ	২.০০		২.০০	
১০	বৃত্তি	জন	৪৮২৪.১৯		৪৭৫১.৩১	
১১	অফিস যন্ত্রপাতি/অফিস সরঞ্জাম	গুচ্ছ	৩.৪৮		৩.৪৮	
মোট			৪৮৪৭.১১		৪৭৭৩.৬৪	

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৭৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৪৮%

১০। অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এর চিত্র নিম্নরুপ:

অর্থবছর	মূল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট প্রকৃত ব্যয়	সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ
২০১২-২০১৩	৫৯৮.২৩	৯৫.৮৩	৯৫.৮৩	১০০.০০	৯৫.৮৩	৪.১৭
২০১৩-২০১৪	৮৪৪.৮৮	১৯৯.২০	১৯৯.২০	২০০.০০	১৯৯.২০	০.৮
২০১৪-২০১৫	৮৪৪.৯৩	৩৪৭.১৩	৩৪৭.১৩	৩৫.০০	৩৪৭.১৩	২.৮৭
২০১৫-২০১৬	১১৩৪.৯৩	৪৯৭.১৮	৪৯৭.১৮	৫০.০০	৪৯৭.১৮	২.৮২
২০১৬-২০১৭	১৪২৫.০৩	৫৭৭.৮৭	৫৭৭.৮৭	৬০০.০০	৫৭৭.৮৭	২২.১৩
২০১৭-২০১৮	-	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১৬.৪৪
২০১৮-২০১৯	-	১১৯৩.৭২	১১৯৩.৭২	১২০.০০	১১৯৩.৭২	৬.৯৬
২০১৯-২০২০	-	১৩৩৬.১৮	১৩৩৬.১৮	১৩০০.০০	১৩৩৬.১৮	২০.১৭
সর্বমোট	**৪৮৪৮.০০**	**৪৮৪৭.১১**	**৪৮৪৭.১১**	**৪৮৫.০০**	**৪৮৪৭.১১**	**৭৬.৩৬**

প্রকল্পে অব্যয়িত ৭৬.৩৬ লক্ষ টাকা সমাপনের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অব্যয়িত ১৮,৮২,০২৫ টাকা (আঠার লক্ষ বিরাশি হাজার পচিশ টাকা) সমর্পণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৯-৭-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার বরাবর পত্র মারফত অনুরোধ করেন। (পতাকা 'ঞ')। কিন্তু অবশিষ্ট ৫৭৫৩৯৭৫ টাকা, অব্যয়িত অর্থ সমাপনের তথ্যের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হলে তিনি অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ৩মাস পূর্বে, অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ মাসে, তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাই, পূর্ববর্তী অর্থবচরসমূহের অব্যয়িত অর্থ সমার্পণের তথ্য তার কাছে নেই বিধায় তিনি সংগ্রহ করে পাঠাবেন বললেও তা পাওয়া যায়নি।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরাম্ভ	সমাপ্ত
১.	জনাব মো: ইসরাজুল হক প্রকল্প পরিচাক		**খন্ডকালীন**	না	০১-০৭-২০১২	২৯-০২-২০২০
২.	জনাব মুঃ রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক		**খন্ডকালীন**	না	০১-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২০

১২। বৃত্তি বিতরণের নিয়মাবলী:

১. আচরণ ও নিয়মিত হাজিরার ভিত্তিতে বিআইএমটি, আইএমটি ও টিটিসির অধ্যক্ষ/ভারপ্রপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণর্থীদের মধ্যে বৃত্তির অর্থ বিতরণ করবেন।

ব্যাখ্যাঃ-

ক) দাপ্তরিক বন্ধ এবং সরকার ঘোষিত ছুটির দিনগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণ বৃত্তি পাবে অর্থাৎ সাপ্তাহিক বন্ধ এবং সরকারী ছুটির দিনগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত আছে মর্মে গণ্য করে মাসিক বৃত্তির হাজিরা গণনা করতে হবে।

খ) বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতির হার অবশ্যই নূন্যতম ৭০ শতাংশ হতে হবে অর্থাৎ যে মাসে হাজিরা ৭০ শতাংশের নিচে হবে সে মাসে বৃত্তি পাবে না।

গ) বৃত্তির যোগ্যতা অর্জনকারী প্রশিক্ষণার্থীকে হাজিরার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে (৭০% হতে ১০০% এর মধ্যে) বৃত্তিভাতা প্রদান করতে হবে।

২. এ প্রকল্পের আওতায় অনিয়মিত প্রশিক্ষণার্থীগণ বৃত্তি পাবে না। যে সব প্রশিক্ষণার্থী মধ্যপর্ব ও ১ম পর্ব পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাদের বৃত্তি প্রদান করা হবে না।

ব্যাখ্যাঃ

ক) নবম ও দশম শ্রেণির ১ম পর্ব পরীক্ষার কোন প্রশিক্ষণার্থী অকৃতকার্য হলে পরবর্তী ৬ মাস বৃত্তি প্রাপ্য হবে না।

খ) নবম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার রেফার্ডপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণ দশম শ্রেণির ১ম পর্ব পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত কোন বৃত্তি পাবে না। ১ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাদেরকে পুনরায় বৃত্তি দেয়া হবে।

গ) ডিপ্লোমা ও ট্রেড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বেলায় সেমিস্টার বা পর্ব পরীক্ষার পাশ সাপেক্ষ্য পরবর্তী সেমিস্টারের বৃত্তি প্রদান করা যাবে।

৩. কোন প্রশিক্ষণার্থী একের অধিক উৎস হতে একই সময়ে বৃত্তি পাবে না।

৪. বিআইএমটি, আইএমটি ও টিটিসিসমূহের বরাদ্দ প্রয়োজনে মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক পুন:উপযোজন অথবা সংশোধন করতে পারবেন।

৫. ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী নিয়জিত ট্রেড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ও ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রত্যেকে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

৬. মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অথবা মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ এ অর্থের আয়ব্যয় কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন ও বৃত্তির খরচের হিসাব অবশ্যয় পরবর্তী মাসে ০৫ তারিখের মধ্যে ব্যুরোর প্রশিক্ষণ মান।

৭. শিল্প কারখানায় সংযুক্তকালীন সময় ২ বৎসর মেয়াদী এস. এস. সি (ভোকেশনাল) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রত্যেকে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে এবং শিল্প কারখানার সংযুক্তকালীন সময় মাসিক ১২০০.০০ (বার শত) টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

৮. ০১ (এক) বৎসর ও ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ট্রেড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময় প্রত্যেকে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে এবং শিল্প কারখানার সংযুক্তিকালীন সময় মাসিক ১২০০.০০ (বার শত) টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

৯. ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ শিল্প কারখানা/জাহাজে সংযুক্তিকালীন সময় প্রত্যেকে মাসিক ১২০০.০০ (বার শত) এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকালীন সময় মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

১৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের (টিটিসি) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে অধ্যায়নরত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদান করাই হল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের (টিটিসি) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে অধ্যায়নরত প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম তাদের ঝরে পড়া রোধ এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৪. Project Management Information System (PMIS) অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ: প্রকল্পটি এখনও PMIS এ অন্তর্ভূক্ত হয় নাই।

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৫. পরিদর্শিত এলাকা: প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পরিচালক মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার কর্তৃক কয়েকটি জেলার টিটিসি'তে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত টিটিসিসমূহে বাস্তবায়িত বৃত্তি কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

i) **বাংলাদেশ-কুরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর, ঢাকা**: গত ২৮-০৮-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কুরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনকালে প্রিন্সিপাল হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানে ডিপিপি'র শর্তানুসারে বৃত্তি প্রদান করা হয়নি। যেমন: জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৩ মাসের প্রাপ্য বৃত্তির টাকা এপ্রিলে প্রদান না করে ০৯/০৮/২০২০ তারিখে ছাত্র-ছাত্রিদের বিকাশ একাউন্টে প্রদান করা হয়েছে (পতাকা-ক)। অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এপ্রিল হতে জুন ২০২০ মেয়াদে ৩ মাসের বৃত্তি প্রদানের জন্য চতুর্থ কিস্তিতে ১১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও তা বিবরণের কোন কারণ দেখাতে পারেননি। অথচ বৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, বৃত্তির খরচের হিসাব অবশ্যই পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে ব্যুরোর প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বৃত্তি বিতরণের নিয়মাবলী অনুযায়ী দাপ্তরিক বন্ধ এবং সরকার ঘোষিত ছুটির দিনগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণ বৃত্তি পাবে অর্থাৎ সাপ্তাহিক বন্ধ এবং সরকারী ছুটির দিনগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত আছে মর্মে গণ্য করে মাসিক বৃত্তির হাজিরা গণনা করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ এর কারণে ২৫ মার্চ হতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ৪র্থ কিস্তিতে ১১ লক্ষ টাকা ১০-০৬-২০২০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে।

ii) **কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেত্রকোনা:** নেত্রকোণা জেলায় অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত ২ লক্ষ টাকা এপ্রিল হতে জুন এই ৩ মাসের প্রাপ্য হিসাবে ১৪-০৯-২০২০ তারিখে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত একাউন্ট এ প্রদান করা হয়েছে(পতাকা-খ)।

iii) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী: ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন) বৃত্তির টাকা ১০-০৬-২০২০ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রেরণ করা হলেও গত ০৮-১০-২০২০ তারিখে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ৪র্থ কিস্তির বৃত্তির টাকা তখনও ছাত্র ছাত্রীদের দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে রাজশাহী টিটিসি'র অধ্যক্ষ অবহিত করেন যে, কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে টিটিসি বন্ধ থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের নির্ধারিত সময়ে ৪র্থ কিস্তির বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সময়ে ৪র্থ কিস্তির বৃত্তির টাকা প্রদান করা হবে মর্মে তিনি জানান। বৃত্তি বিতরণ না করার বিষয়ে অধ্যক্ষের এরুপ বক্তব্য যথাযথ মনে হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের বৃত্তির অর্থ বিতরণে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে, গত ০২-১০-২০১৯ তারিখে বিএমইটি হতে পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে সকল টিটিসি'কে বৃত্তির অর্থ যথাসময়ে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অক্টোবর ২০১৯ হতে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর মায়ের

একাউন্টে, মায়ের অবর্তমানে বাবার অথবা বৈধ অবিভাবকের একাউন্টে প্রদানের জন্য পত্র মারফত নির্দেশনা প্রদান করা হয় (পতাকা-গ)।

iv) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী: গত ০৮-১০-২০২০ তারিখে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৫-০৬-২০২০ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪র্থ কিস্তির বৃত্তির মোট বরাদ্দ ৪,০০,০০০/= টাকা নির্ধারিত একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান না করে সরাসরি ছাত্রীদের উপস্থিতিতে হাতে হাতে প্রদান করা হয়েছে (পতাকা-ঘ)।

v) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা: গত ০৭-১২-২০২০ তারিখে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৩-০৯-২০২০ তারিখে ৪র্থ কিস্তিতে ৪,৩৮,৫৮৭/= টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অবিভাবকরে একাউন্টে প্রদান করা হয়েছে (পতাকা-ঙ)।

vi) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা: গত ০৭-১২-২০২০ তারিখে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় ১৭-০৮-২০২০ তারিখে ৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত ১ লক্ষ টাকার সাথে পূর্বের অব্যায়িত টাকা যোগ করে মোট ১,ম২২,৩৯০/= টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অবিভাবকরে একাউন্টে প্রদান করা হয়েছে (পতাকা-ছ)।

১৬. পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রকল্পের আওতাধীন কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনের প্রধান সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

- প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু রাখা যেতে পারে।

১৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ৬৩টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে randomly ৬টি টিটিসি পরিদর্শন দেখা যায় বাংলাদেশ কুরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর ঢাকা এবং রাজশাহী টিটিসিতে বৃত্তি প্রদানের শর্তবলী অনুসরণ করে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। সুতরাং, প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং হয়নি। এতে প্রতিয়মান হয়েছে যে, দেশের অন্যান্য জেলার টিটিসিসমূহে বৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে (দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ-১৫)

১৭.২ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনার জন্য সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর একবার Project Implementation Committee (PIC) এবং project Steering Committee (PSC) এর সভা আয়োজনের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পে কোন পিআইসি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে বৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলী প্রতিপালন না করা হলেও কর্তপক্ষের জবাবদিহিতার বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নিশ্চিত করা যায়নি।

১৭.৩ প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পের কোন অডিট হয়নি। প্রকল্পের অডিট বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে ১৯-০১-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রে প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে কনট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে কোন অডিট সম্পাদন হয়নি।

১৭.৪ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআরটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিসিআর এর বিভিন্ন অংশ যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি যেমন- পিসিআর এর ৯নং পৃষ্ঠায় ইন্টারনাল অডিট সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে Not Applicable; পিসিআর এর ১৫নং পৃষ্ঠায় সংস্থা প্রধান এবং মন্ত্রণালয় এর সচিব মহোদয়ের কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।

১৮। সুপারিশ:

১৮.১ আলচ্য প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ৭টি ফেইজে সমাপ্ত হয়েছে। তাই, প্রকল্পের আর কোন ফেইজ না নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হল। তবে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

১৮.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহীতে এবং বাংলাদেশ কুরিয়া টেকনিক্যঅল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর , ঢাকায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৪র্থ কিস্তিতে প্রকল্প হতে অবমুক্ত বৃত্তির টাকা অদ্যবধি ছাত্র-ছাত্রিদের প্রদান করা হয়েছে কি-না তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে (দ্রষ্টব্য: অনুচ্ছেদ-১৭.১)।

১৮.৩ প্রকল্পে অব্যয়িত ৭৬.৩৬ লক্ষ টাকা সমাপনের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকল্প পরিচালক হতে পাওয়া যায়নি। তাই, অব্যয়িত অর্থ সমাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল (দ্রষ্টব্য; অনুচ্ছেদ-১০)।

১৮.৪ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে প্রকল্পের অডিট সম্পাদন করে অডিট রিপোর্ট আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (দ্রষ্টব্য: অনুচ্ছেদ ১৭.৩)।

১৮.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের আলোকে যাতে ভবিষ্যতে পিসিআর প্রণয়ন করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল (দ্রষ্টব্য: অনুচ্ছেদ-১৭.৪)।

১৮.৬ ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হলো (দ্রষ্টব্য: অনুচ্ছেদ ১৭ (১)।

১৮.৭ উল্লিখিত (১৮.১-১৮.৬) সুপারিশের উপর গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হল।

ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি,রাজশাহী শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি,রাজশাহী। (Capacity Development Program of TTC, Rajshahi)

০২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

০৪. অর্থায়নের উৎস : জিওবি ও কোইকা (KOICA)।

০৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ডিপিপির চেয়ে %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল ডিডিপির চেয়ে %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত						
মোট জিওবি **প্রঃসাঃ**	মোট জিওবি **প্রঃসাঃ**	মোট জিওবি **প্রঃসাঃ**	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৭১১.২২ ২০৮১.২২ ৬৬৩০.০০	-	৮০৮১.৭৮ ১৪৫১.৭৮ ৬৬৩০.০০	০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৯	-	০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৯	-	-

০৬. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন	সমগ্র বাংলাদেশ
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর	রাজশাহী	-

০৭. বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	**মূল ডিপিপি**	**আরএডিপি বরাদ্দ**	**অবমুক্ত**	**মোট প্রকৃত ব্যয়**	**সমর্পনকৃত অর্থের পরিমাণ**
২০১৫-২০১৬	১৬৩৭.৬০	৬২০.০০	৬২০.০০	১১৫.৯৭	৫০৪.০৩
২০১৬-২০১৭	৩২১৬.১০	১০০০.০০	১০০০.০০	৮৬৮.১৯	১৩১.৮১
২০১৭-২০১৮	১৯১৬.৩৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২২১.৫৯	২৭৮.৪১
২০১৮-২০১৯	১৪৩১.৫০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৩১৯৭.৪০	-৬৯৭.৪
২০১৯-২০২০	৫০৯.৬৭	২৬৭৯.০০	২৬৭৯.০০	২৬৭৮.৬৩	০.৩৭
মোট	৮৭১১.২২	৮২৯৯.৯৯	৮২৯৯.৯৯	৮০৮১.৭৮ (৯৭.৩৭%)	২১৮.২১ (২.৭০%)

বর্ণিত সারনি হতে দেখা যায় যে, ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ৯৭.৩৭% ব্যয়, ২.৭০% অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যয়ের হার সন্তোষজনক।

০৮. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:** ডিপিপি'র অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এতদসংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছক সংযুক্তি 'খ'-তে বর্ণিত।

০৯. **প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন**: ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজের সংখ্যা ২৯টি (পূর্ত-২৩,পণ্য-৫, সেবা-১)। ক্রয় কার্যক্রম ২টি অংশে বিভক্ত। জিওবি অংশের পূর্ত কাজ, গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী-২ ও পণ্য সংগ্রহ প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে উন্নয়ন সহযোগী কোইকা অংশের পূর্ত, সরঞ্জাম, সেবা ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এতদসংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছক সংযুক্তি 'গ'-তে বর্ণিত।

১০. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

কোইকা অংশ	জিওবি অংশ
৬তলা ভিত্ত বিশিষ্ট ৪তলা প্রশাসকি ভবন;	অফিস সরঞ্জাম
৪তলা ডরমেটরী ভবন;	বিদ্যমান আইটি ভবন ১তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
অডিটোরিয়াম, প্রশাসনিক ভবন, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মেরামত ও সংস্কার; এবং	সিআই কোয়ার্টার, চীফ ইন্সট্রাক্টর কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা, ড্রেণ, বাউন্ডারী ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ; এবং
পাম্প হাউজ স্থাপন;	১টি মাইক্রোবাস ক্রয়, অফিস আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।
মেশিনারী ও ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ।	
প্রশিক্ষণ।	

১১. **মূল্যায়ন পদ্ধতি** (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে-

- ডিপিপি/পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিচালকের নিকট সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা; এবং
- বাস্তব অগ্রগতি যাচাই, সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ ও সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা।

১২. **প্রকল্পের পটভূমি**: দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিএমইটি ৬৪টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি'র মাধ্যমে দক্ষ কর্মীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। রাজশাহী টিটিসি'র অবকাঠামোগত ও প্রশিক্ষণগত মান, পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত কোইকার আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১৩. প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া:

অনুমোদন	অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়
মূল অনুমোদন	মাননীয় পরিকল্পন মন্ত্রী, অনুমোদনের তারিখ: ২৫-০৪-২০১৬ খ্রি:	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:	মোট-৮৭১১.২২(জিওবি-২০৮১.২২, ডিপিএ/ আরপিএ-৬৬৩০.০০

১৪. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** (বুলেট আকারে):

- বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে রাজশাহী টিটিসি'র অবকাঠামোগত ও প্রশিক্ষণগত মান, পরিমান উন্নয়ন;

- কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা; এবং
- কোরিয়ান প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১৫. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে রাজশাহী টিটিসি'র অবকাঠামোগত ও প্রশিক্ষণগত মান উন্নয়ন;	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালী হচ্ছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে দক্ষ শ্রম শক্তির চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে;
টিটিসি, রাজশাহীতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে টিটিসি'র শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	আইএমটি/টিটিসি'র প্রশিক্ষকদের এনটিভিকিউএফ-এর অধীনে টিওটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা; এবং	রাজশাহী টিটিসি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও বিদেশী শ্রম বাজারের চাহিদা মেটাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে কর্মশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।
কোরিয়ান প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া।	কোরিয়ান বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন পেশায় শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কারিকুলাম এবং কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (CBLM) প্রণয়ন করা হয়েছে। কোরিয়ান প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা পেয়েছে।

১৬. **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৭. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):**

ক্রম:	নাম ও পদবি	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কি না	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বকাল	
					আরম্ভ	সমাপ্ত
১.	মো: খলিলুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) বিএমইটি	-	হ্যা	না	৩০/১২/২০১৫	৩১/১২/২০১৬ (অবসর জনিত)
২.	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা) বিএমইটি	-	হ্যা	না	২০/০২/২০১৭	৩১/১২/২০১৯

১৮. প্রকল্পের জনবল নিয়োগ: প্রকল্পের ডিপিপি'তে কোন জনবলের সংস্থান ছিল না। কোইকা অংশের যাবতীয় কাজ তাদের নিজস্ব তত্তাবধানে সম্পন্ন করেছে এবং জিওবি অংশের কাজ বিএমইটি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৯. **যানবাহন:**

প্রকল্পের অনুকূলে আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে, টিটিসি, রাজশাহীর প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার হচেছ।

২০. **অডিট সংক্রান্ত:**

অডিটের সন	বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থাদি	মন্তব্য
২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮	পার্ট-A ও পার্ট-B'তে গণপূর্ত বিভাগ রাজশাহী-২ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজসমূহের উপর অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গণপূর্ত বিভাগ রাজশাহী-২ কে নির্দেশনা প্রদান করে।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
	পার্ট-B'তে গণপূর্ত বিভাগ রাজশাহী-২ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজসমূহের উপর ২টি অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গণপূর্ত বিভাগ রাজশাহী-২ কে নির্দেশনা প্রদান করে।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০	২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প থেকে মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট অধিদপ্তরকে ০৭/০৩/২০২১ তারিখর নং-৮২.০৮.০০০০.২০০.০০.০০১.১৮.১৫৫৩ সংখ্যক স্মারক মূলে পত্র প্রদান করা হয়।		

২১. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (সি: সহ: সচিব) মো: বশীর আহাম্মেদ কর্তৃক ১২-০৪-২০২২ তারিখ প্রকল্প এলাকা টিটিসি, রাজশাহী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন।

২১.১ ডিপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন: প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও ব্যয় ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

২১.২ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ: প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১.৩ অডিট: প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের অডিট সম্পন্ন হয়নি।

২১.৪ প্রকল্প পরিদর্শনের স্থিরচিত্র: পরিদর্শনের স্থিরচিত্র সংযুক্তি 'ক'-তে দেয়া হলো।

২২. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ২টি অংশে সম্পন্ন হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী কোইকা; অপরটি হলো জিওবি।

২২.১ **কোইকা অংশ:**

(ক) পূর্ত কাজ: ৬তলা পাইল ফাইন্ডেশনে ৪তলা প্রশাসনিক ভবন; ৪তলা পাইল ফাইন্ডেশনে ৩তলা বিশিষ্ট ১টি ডরমেটরী ভবন নির্মাণ, ১টি সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ, ১টি পাম্প হাউজ, বিদ্যমান পাম্প হাইজ মেরামত, মূল ফটক সংস্কার, ৬টি ওয়ার্কসপ সংস্কার ইত্যাদি কাজ কোইকার সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এগুলো টিটিসি, রাজশাহী কর্তৃক ব্যবহার হচ্ছে;

(খ) যন্ত্রপাতি ক্রয়: কোইকার সরাসরি তত্ত্বাবধানে তাদের অংশের মেশিনারী ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়পূর্বক ইনেস্টেলেশন সম্পন্ন করেছে। এগুলো প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যবহার করছে।

(গ) প্রশিক্ষণ: বিএমইটি'র বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩৯৬ জন শিক্ষককে বিভিন্ন কোর্সে স্থানীয় এবং ২৩জনকে বৈদেশিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২২.২ **জিওবি অংশ:** ১তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সিআই কোয়ার্টার, চীফ ইন্সট্রাক্টর কোয়ার্টারসহ বিভিন্ন মেরামত, অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা ও ড্রেণ নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ইত্যাদি গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী-২ এর মাধ্যমে ম্যানুয়ালি উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এবং অফিস সরঞ্জাম ও ফার্ণিচার ক্রয় প্রকল্প পরিচালকের ম্যাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) বিদ্যমান আইটি ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ: টিটিসি'র বিদ্যমান আইটি ভবন ১তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নারী সুবিধাভোগীদের ব্যবহারের জন্য একটি সিড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন ভবনের সাথে নবনির্মিত সিড়ির সংযোগের ফিনিশিং কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া সম্প্রসারণকৃত ফ্লোরে স্থাপিত টাইসও উচু-নিচু দেখা যায়। স্থাপিত লাইট সটসার্কিট হয়ে পুড়ে সিলিং-এ কালি পড়েছে। এখানে নতুন লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ড্রেণ নির্মাণ: রাজশাহীর টিটিসি'র অভ্যন্তরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ১১.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিসি ড্রেণ নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেণের সাথে টিটিসি'র অভ্যন্তরের পুকুরে সংযোগ দেয়া হয়েছে। সুবিধাভোগীরা জানান একটু বৃষ্টি হলেই পুকুরের পানি ড্রেণ দিয়ে রাস্তা ও কোয়ার্টারে প্রবেশ করে। ময়লা আবর্জণা পড়ে ড্রেণ প্রায় ভরে গেছে। নির্মিত ড্রেণ জলাবদ্ধতা নিরসনে কোন কাজে আসছে না।

২২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা:

(ক) সম্পাদিত পূর্ত, পণ্য হস্তান্তর ও গ্রহণ (Handover & Takeover): পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভবন, মেশিনারী, ইক্যুইপমেন্ট,যন্ত্রপাতি,মাইক্রোবাস,আসবাবপত্র ইত্যাদি টিটিসি, রাজশাহী ব্যবহার করছে। এগুলো ঠিকাদার/নির্মাণকারী সংস্থা থেকে প্রকল্প অফিস কর্তৃক গ্রহণের তালিকা পাওয়া যায়নি।

(খ) প্রশিক্ষণগত অর্জন: পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত ও প্রশিক্ষণগত সার্বিক সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্স, বিভিন্ন বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ, Plumbing & pipe Fitting, Masonry, Motor Driving, Welding, Refrigeration & Air-Conditioning, Electronics, Food Processing, Managerial jobসহ বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে, যার একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো-

শিক্ষাবর্ষ	লক্ষ্যমাত্রা	ভর্তি			পাশ			কর্মসংস্থান		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০২১	৩৮০৮	২১৪১	৬৪১	২৭৮২	২০৮৭	৬৪৩	২৭৩০	১৫৬৫	৩০৬	১৮৭১

নোট: উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভর্তি হার ৭৩.০৫%, ভর্তির বিপরীতে পাশের হার ৯৮.১৩%, কর্মসংস্থানের হার ৬৮.৫৩%। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক অবস্থান উন্নয়ন। সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) কতিপয় কারিগরি কোর্সে শিক্ষার্থী অভাব: মেশিন প্র্যাকটিস (এমএসপি),ওয়েল্ডিংসহ কতিপয় কোর্সে দেশে-বিদেশে চাকুরী/উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ সকল কোর্স সম্পর্কে প্রকৃত ধারনা না থাকায় প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

(ঙ) ড্রাইভিং কোর্সের সমস্যা: প্রশিক্ষণার্থীরা জানান যে, অত্র ট্রেনিং সেন্টারে ডানদিকে স্টিয়ারিংভিত্তিক গাড়ীর ড্রাইভিং ট্রেনিং দেয়া হয়। বিদেশে সাধারণত বামদিক থেকে গাড়ী ড্রাইভ করা হয়। বিদেশী ডাইভিং এর প্রচুর সুযোগ থাকা সত্বেও এখানকার প্রশিক্ষণার্থীরা চাকুরী পেতে বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছে।

২২.৪ পরিদর্শনের স্থিরচিত্র: পরিদর্শনের স্থিরচিত্র সংযুক্তি 'ক'-তে দেয়া হলো।

২৩. **সুপারিশসমূহ:**

(ক) নির্মিত ড্রেণ সচল করার জন্য বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ডানদিকে স্টিয়ারিংভিত্তিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বামদিকে স্টিয়ারিংভিত্তিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে;

(গ) মেশিন প্র্যাকটিস (এমএসপি), ওয়েল্ডিং কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির নিমিত্ত প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

(ঘ) সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও ফার্ণিচার বিধি মোতাবেক রাজশাহী টিটিসি'র টিওএন্ডইভুক্ত/ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

(ঙ) ব্যয়িত অর্থের অডিট কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

২৪। বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশগুলো প্রতিপালন করত: আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি'তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সংযুক্তি-'ক'

প্রকল্প পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:



চিত্র-১: প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পূর্ত ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে অধ্যাক্ষ, টিটিসি, রাজশাহীর আলোচনা।



চিত্র-২: আইসিটি ভবনের নবনির্মিত সিড়ি।



চিত্র-৩: টিটিসি'র অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা।



চিত্র-৪: ফ্যান পুড়ে যাওয়ায় নতুন ফ্যান স্থাপন।



চিত্র-৫: টিটিসি'র অভ্যন্তরীণ ড্রেণ।



চিত্র-৬: অধ্যক্ষের বাসভবনের বাউন্ডারি ওয়াল।

সংযুক্তি-'খ'

অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী জিওবি অংশের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		সংখ্যা/ পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয় :						
১	সম্মানী ভাতা	গুচ্ছ	৫.০০	১০০%	১.২৫	২৫%	
২	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	গুচ্ছ	১.০০	১০০%	০.৯০	৯০%	
৩	ইন্টারনেট, ফ্যাক্স/টেলেক্স	গুচ্ছ	১০.০০	১০০%	৮.৮৭	৮৮.৭%	
৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	গুচ্ছ	১.৫০	১০০%	০.০০	০%	
৫	পন্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	গুচ্ছ	৩.০০	১০০%	২.৯৯	৯৯.৬৭%	
৬	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	গুচ্ছ	৩৫.০০	১০০%	২৪.৯০	৭১.১৪%	
৭	কমিশন	গুচ্ছ	২৬.৫০	১০০%	২৫.৯৮	৯৮.০৪%	
৮	পরীক্ষা ফি	গুচ্ছ	৭.০০	১০০%	৪.৮৮	৬৯.৭১%	
৯	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৩৮৪ জন	২০.০০	১০০%	০.০০	০%	
১০	পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট ও ডিজেল	গুচ্ছ	৫.০০	১০০%	৪.৩৬	৮৭.২০%	
১১	গ্যাস ও জ্বালানী	গুচ্ছ	১০.০০	১০০%	৬.২৮	৬২.৮০%	
১২	কম্পিউটার সামগ্রী	গুচ্ছ	২.০০	১০০%	২.০০	১০০%	
১৩	মুদ্রণ ও বাঁধাই	গুচ্ছ	৪.০০	১০০%	১.০৯	২৭.২৫%	
১৪	স্ট্যাম্প ও সীল	গুচ্ছ	০.৩০	১০০%	০.০১	৩.৩৩%	
১৫	অন্যান্য মনিহারি	গুচ্ছ	২.৭০	১০০%	২.০৮	৭৭.০৪%	
১৬	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	গুচ্ছ	১৫.০০	১০০%	১৪.৮৭	৯৯.১৩%	
১৭	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	গুচ্ছ	৩.০০	১০০%	১.৪৪	৪৮%	
১৮	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণ	গুচ্ছ	২.০০	১০০%	২.০০	০%	
(ক) উপ-মোট রাজস্ব			১৫৩.০০	১০০%	১০১.৯০	৬৬.৬০%	
(খ) মূলধন							
১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ	গুচ্ছ	৯২১.৬০	১০০%	৬৪১.৮৭	৬৯.৬৫%	
২	মোটরযান	সংখ্যা (১টি)	৪০.০০	১০০%	৩৯.৯৬	৯৯.৯০%	
৩	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা (৪৩টি)	৪৫.৫০	১০০%	২৬.৩২	৫৭.৮৫%	
৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা (১৩৭৪টি)	১৮৮.৩৬	১০০%	১৭৪.৬০	৯২.৬৯%	
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সিডি ভ্যাট সহ)	সংখ্যা (৫৬১টি)	৭৩২.৭৬	১০০%	৪৬৭.১৩	৬৩.৭৫%	
(খ) উপ-মোট মূলধন			১৯২৮.২২	১০০%	১৩৪৯.৮৮	৭০%	
সর্বমোট: রাজস্ব + মূলধন (ক+খ)			২০৮১.২২	১০০%	১৪৫১.৭৮	৬৯.৭৬%	
ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি (১% মোট জিওবি ব্যয়)			--	--	--	--	
মোট প্রজেক্ট ব্যয়			২০৮১.২২	১০০%	১৪৫১.৭৮	৬৯.৭৬%	

সূত্র: পিসিআর ও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

নোট: ডিপিএ এর অংশের ৬৬৩০.০০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কোইকা কর্তৃক পূর্ত নির্মাণ ও সংস্কার, আসবাব-পত্র ক্রয় এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয় করেছে।

সংযুক্তি: 'গ'

প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রম:

প্যাকেজ		দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও বরাদ্দ	বাস্তব				মন্তব্য
			দরপত্রআহ্বানেরতারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		
পণ্য					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	মেশিনারী এবং ইক্যুপমেন্ট	জুলাই ২০১৬ (১৫৮৩.৪০)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোইকা মালামাল ক্রয় করেছে।				কোইকা অংশ
৫		জুলাই ২০১৬ (১৩২.৭৬)					জিওবি অংশ
		লট -১	23-11-2018 (61.30)	27-01-2019 (52.19)	মে/২০১৯	মে/২০১৯	
		লট -২	23-11-2018 (10.65)	27-01-2019 (9.20)	মে/২০১৯	মে/২০১৯	
		লট -৩	07-02-2019 (56.60)	20-3-2019 (53.63)	জুন/২০১৯	জুন/২০১৯	পুনঃদরপত্র
		লট -৪	20-12-2018 (4.63)	27-01-2019 (4.36)	এপ্রিল/২০১৯	এপ্রিল/২০১৯	
		লট -৫	20-12-2018 (4.78)	27-01-2019 (4.53)	এপ্রিল/২০১৯	এপ্রিল/২০১৯	
২	আসবাবপত্র	সেপ্টেম্বর ২০১৬ (১৮৮.৩৬)					জিওবি অংশ
৫		লট -১	08-11-2016 (118.00)	18-04-2017 (117.75)	মে/২০১৭	মে/২০১৭	
		লট -২	08-11-2016 (30.64)	29-02-2017 (25.67)	এপ্রিল/২০১৭	এপ্রিল/২০১৭	
		লট -৩	23-11-2018 (19.32)	21-01-2019 (16.39)	মে/২০১৯	মে/২০১৯	
		লট -৪	23-12-2018 (5.03)	21-01-2019 (4.90)	মার্চ/২০১৯	মার্চ/২০১৯	
		লট -৫	13-05-2019 (5.03)	18-06-2019 (4.88)	জুন/২০১৯	জুন/২০১৯	

৩	অফিস ইক্যুপমেন্ট	ডিসেম্বর ২০১৬ (৪৫.৫০)					জিওবি অংশ
৪		লট -১	27-09-2016 (5.00)	24-10-2016 (4.80)	নভেম্বর/২০১৬	নভেম্বর/২০১৬	
		লট -২	23-11-2018 (10.65)	27-01-2019 (9.20)	মে/২০১৯	মে/২০১৯	
		লট -৩	০৪-০৮-২০১৯ (৩.00)	১৪-০৮-২০১৯ (2.98)	সেপ্টেম্বর/২০১৯	অক্টোবর/২০১৯	
		লট -৪	০৬-০৮-২০১৯ (5.00)	১৮-০৮-২০১৯ (4.80)	সেপ্টেম্বর/২০১৯	অক্টোবর/২০১৯	
৪	ট্রেনিং মেটারিয়ালস/ র-মেটরিয়ালস	জুন ২০১৭ (১৫.০০)					
৩		লট -১	04-11-2019 (5..00)	12-11-2019 (4.95)	নভেম্বর/২০১৯	ডিসেম্বর/২০১৯	
		লট -২	05-11-2019 (5..00)	14-11-2019 (4.93)	নভেম্বর/২০১৯	ডিসেম্বর/২০১৯	
		লট -৩	06-11-2019 (5..00)	17-11-2019 (4.99)	নভেম্বর/২০১৯	ডিসেম্বর/২০১৯	
৫	সেবা						
১	সি এন্ড এফ এজেন্ট	জানুয়ারি ২০১৭ (৭.০০)	02-04-2019 (7.00)	14-05-2019 (4.87)	জুন/২০১৯	জুন/২০১৯	
(খ)	Works						
১	a) Building & Infrastructure b) Landscaping	জুলাই ২০১৬	২৮৮৬.০০		জুন/২০১৯	কোইকার কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	
২	a) Gate b) Boundary Wall c) Vertical Extension d) Electrical Work (including 01 Generator, Security lights)	আগস্ট ২০১৬ (৯২১.৬০)	৬৪১.৮৭		জুন/২০১৯	গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী-২ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	